সংবাদ

17 JAN 2013

তারিখ 17 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসিডদগ্ধ আঁখিকে দেখতে হাসপাতালে শিক্ষামন্ত্রী

গ্রেফতার হয়নি দুর্বৃত্তরা : বিক্ষুব্ধ ইডেন শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ইডেন কলেজের ছাত্রী আঁখিকে এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। গতকাল দুপুর দুটার দিকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ হাসপাতালে গিয়ে আঁখির চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। আসামিদের দ্রুত গ্রেফতারসহ নানা বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী আঁখিকে আশ্বস্ত করেন। এদিকে আঁখির ওপর এসিড হামলার প্রতিবাদে গতকাল বিকেলে ইডেন কলেজের বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা এলাকায় মানববন্ধন করেন। বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটের ২০৬ নম্বর ওয়ার্ডে ২৬ নম্বর শয্যায় অসহনীয় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন এসিড সন্ত্রাসের শিকার ইডেন কলেজের ছাত্রী পারভিন আক্তার আঁখি (২৩)।

আঁখিকে দেখতে গতকাল, হাসপাতালে ভিড় করছিলেন স্বজন, ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা, গণমাধ্যম ও একাধিক মানবাধিকার সংস্থার কর্মীরা। সারাদেশে এ ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আঁখির ওপর এসিড হামলার প্রতিবাদে গতকাল বিকেলে ইডেন কলেজ এলাকায় মানববন্ধন করেন সাধারণ শিক্ষার্থী ও এসিড সার্ভাইবারস ফাউন্ডেশন। আঁখির চিকিৎসক ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফজলুল হক জানান, খুব সামান্য কিছু এসিড আঁখির ডান চোখে পড়ায় কর্নিয়া কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে মারাত্মক ক্ষতি মানববন্ধন : পৃষ্ঠা : ১৫ কঃ ৭

মানববন্ধন : ইডেন শিক্ষার্থীদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এসিডে আঁখির শরীরের ২০ শতাংশ পুড়ে গেছে। আঁখিকে বিয়ের জন্য চাপ দেয়া হামলাকারী ওষুধ সরবরাহকারী ব্যবসায়ী মনির মোহাম্মদপুর এলাকায় থাকতেন। গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া নাসিরনগরের মনেশ্বরে। এ ঘটনায় ওই কাজী অফিসের সহকারী হাবিবুল্লাহকে পুলিশ গতকাল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। ঘটনার পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এসিডদগ্ধ আঁখি সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, মনির নামে ওই যুবক তাকে বিয়ে করার জন্য জোর করে চানখাঁরপুলের কাজী অফিসে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিয়েতে রাজি না হওয়ায় মনির ও তার সহযোগী মাসুদ ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে তার শরীরে এসিড নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায়।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও বংশাল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবুল হাসান জানান, ঘটনার পর থেকেই পলাতক আসামি মনির ও মাসুদের ব্যক্তিগত মুঠোফোন বন্ধ। মনির-মাসুদসহ তাদের স্বজনদের কারও কারও মুঠোফোন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশের পাশাপাশি গোয়েন্দা পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে। অপরদিকে আঁখির শারীরিক অবস্থার কারণে তাকে সেভাবে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে না।

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বুধবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঘটনার শিকার মেয়েটিকে দেখতে আসেন। এ সময় তিনি বলেন, শুধু আইন করে মেয়েদের নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব নয়। তাদের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সে আমাদের শিক্ষা পরিবারের মেয়ে। তার চিকিৎসায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। যারা এ ধরনের সন্ত্রাসীমূলক কর্মকাণ্ড করছে তারা আমাদেরই ছেলে তবে তারা বিপথগামী। যারা এ ধরনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আইনের ব্যবস্থা। মেয়েদের নিরাপত্তা শুধু আইন করে সম্ভব নয়, সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দেয়ায় ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে

টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, সমতল থেকে পাহাড় সর্বত্রই নারী নির্যাতন চলছে। ধর্ষণ, গণধর্ষণ, খুন, শ্লীলতাহানি, এসিড সন্ত্রাস, অপহরণ, যৌতুক সহিংসতা শারীরিক ও মানসিকভাবে এ নির্যাতন চলছে। এ নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হচ্ছে না বলেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ আয়োজিত মানববন্ধনে বক্তারা এসব কথা বলেন।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ও চিত্রশিল্পী ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রোবাইনা নাসরীন রুণা, ঈশাণী চক্রবর্তী, মেহেরাব কামাল, শিক্ষক ও নারী নেত্রী মমতাজ লতিফ, কাজী মনিরা, আইএসও ও আদিবাসী নেত্রী দীনা সুসাই, সংগীতজ্ঞ ও উন্নয়ন কর্মী খন্দকার ইভা, চিত্রশিল্পী কনকচাপা চাকমা, আদিবাসী নেত্রী চঞ্চনা চাকমা, মানবাধিকার কর্মী জাওহার আলম রনক প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্যানুসারে ২০১২ সালে দেশে মোট ৫,৬১৬ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৭৭১ জন এবং গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ১৫৭ জন। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ১০৬ জনকে। এছাড়াও ১৩৩ নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা চালানো হয়।

বক্তারা আরও বলেন, নারীর প্রতি এমন সহিংস আচরণের কারণেই দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। কর্মস্থল, রাস্তাঘাট, এমন কি নিজ গৃহে পর্যন্ত নারীরা আজ অনিরাপদ। ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে না বলেই এরকম বর্বর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেই চলেছে। মানববন্ধনে নারীনেত্রীরা দেশের শিশু-কিশোরী ও নারীদের প্রতি সংঘটিত বর্বরতার তীব্র নিন্দা জানান। সকলের সচেতনতা, প্রতিবাদী মনোভাব, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ও আইনি ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব বলে বক্তারা উল্লেখ করেন।